২০২৩-২৪ অর্থবছরে আইএসসি সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি:

বিষয়	কার্যক্রম
আইএসসি গঠন	১। প্লাস্টিক সেক্টর আইএসসি: ➤ ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস এন্ড ফার্মস বাংলাদেশ কর্তৃক প্লাস্টিক শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Plastic ISC) 'কোম্পানি আইন, ১৯৯৪' অনুযায়ী 'সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন' (Certificate of incorporation) পেয়েছে। ➤ প্লাস্টিক আইএসসির লাইসেন্স ও নিবন্ধন (১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে) সম্পন্ন হয়েছে। নিবন্ধন নং- CA-১৯০৩১১/২০২৩
আইএসসি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	২। এগ্রিকালচার আইএসসি: ➤ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতার সঙ্গে পণ্য পরিবহন ও সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকার "জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি" গঠন করেছে। ➤ লজিস্টিক আইএসসি-এর নেম ক্লিয়ারেন্স-এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে লজিস্টিক আইএসসি বিষয়ে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
মেয়াদোত্তীর্ণ আইএসসিসমূহের বোর্ড অব ডিরেক্টরস হালনাগাদকরণ	➤ ১৩ মার্চ ২০২৪ যেসকল শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)-এর আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের দুই (০২) বছর মেয়াদকাল ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, সেসকল আইএসসি-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস দ্রুততম সময়ের মধ্যে হালনাগাদকরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
আইএসসিদের সাথে সভা	➤ ৮ মে ২০২৪ সিরামিক আইএসসি'র সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ➤ ২৮ মে ২০২৪ তারিখে ফার্নিচার আইএসসি'র সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আইএসসির বিজনেস প্ল্যান	➤ ইনফরমাল সেক্টর আইএসসি, কনস্ট্রাকশন আইএসসি, সিরামিক আইএসসি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইএসসি ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি, আরএমজি এন্ড টেক্সটাইল আইএসসি, এগ্রোফুড আইএসসি, আইসিটি আইএসসি, জুট সেক্টর আইএসসি এবং প্লাস্টিক আইএসসি -এই ১০ (দশ) টি আইএসসি হতে বিজনেস প্ল্যান পাওয়া গেছে। এনএইচআরডিএফ হতে অর্থায়নের নিমিত্ত বিজনেস প্ল্যানের সামারি প্রণয়নপূর্বক বিজনেস প্ল্যানসমূহ প্রশাসন ও অর্থ উইং-এ প্রেরণ করা হয়েছে।

ASSET প্রকল্প হতে আইএসসির জন্য সহযোগিতা	➤ ১৯ মার্চ ২০২৪ ASSET প্রকল্পের আওতায় Equipment এবং Facilities ক্রয়ের মাধ্যমে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)সমূহ শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত Activity-Wise Cost Breakdown প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। ➤ ASSET প্রকল্পের আওতায় লজিস্টিক ও প্লাস্টিক সেক্টরের স্কিলস ডিমান্ড সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত ToR বিষয়ে গত ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে লজিস্টিক আইএসসির প্রতিনিধিদের সাথে এবং গত ২৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্লাস্টিক আইএসসির প্রতিনিধিদের সাথে সভা আয়োজন করা হয়।
শিল্প দক্ষতা পরিষদের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য	➤ ০৮ জুলাই ২০২৩ লজিস্টিক শিল্প দক্ষতা পরিষদের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan on Logistics Skill Development Subcommittee) প্রস্তুত করা হয়েছে। ➤ ১০ অক্টোবর ২০২৩ নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে লজিস্টিক সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সভা আয়োজিত হয়েছে। ➤ ১২ অক্টোবর ২০২৩ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন-এর শৈলপ্রপাত হলরুমে 'Exploring Institutional Capacity and Skills Requirement of Logistics Sector: Stakeholder Consultation' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ➤ ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ADB কর্তৃক প্রেরিত Potential Support Areas for Logistics Sector Development in Bangladesh পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ ২ জুন ২০২৪ ASSET প্রকল্পের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) সংশ্লিষ্ট অংশে Equipment এবং Facilities ক্রয়ের মাধ্যমে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)সমূহ শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত ASSET প্রকল্পে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.২

দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর 'দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম অধিশাখা' নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে:

১. আইএসসির সাথে আলোচনাক্রমে শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতামান নির্ধারণের জন্য অগ্রাধিকারমূলক পেশা চিহ্নিতকরণ;
২. আইএসসি ও শিল্পের প্রয়োজন এবং বৈদেশিক জনশক্তির চাহিদা অনুযায়ী লেভেলভিত্তিক বিভিন্ন অকুপেশনের দক্ষতামান, পাঠ্যক্রম, কোর্স স্বীকৃতির ডকুমেন্ট (ক্যাড), কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম) ইত্যাদি প্রণয়ন;
৩. অংশীজনদের নিয়ে কনসালটেশন কর্মশালায় প্রণীত দক্ষতামান ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ;
৪. চূড়ান্ত দক্ষতামানের অনুমোদন গ্রহণ ও জারি;
৫. স্থানীয় ও বৈদেশিক জনশক্তির চাহিদার আলোকে নতুন দক্ষতামান তৈরি;
৬. পাঠ্যক্রম প্রণয়নে আইএসসি এবং অংশীজনদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ;
৭. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের মান অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের রূপরেখা তৈরি ও অনুমোদন গ্রহণ; ও
৮. প্রণীত চূড়ান্ত ডকুমেন্টসমূহ কর্তৃপক্ষের ওয়বসাইটে আপলোড এবং ডকুমেন্টেশন সেলে প্রেরণ।

৩.৩

কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন, ভেলিডেশন ও অনুমোদন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম বা কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS), কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) ও সিবিএলএম প্রণয়ন করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ। দক্ষতা প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে পেশার আদর্শমান অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষকের মান উন্নয়ন, অ্যাসেসরের মান উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ল্যাব বা ওয়ার্কশপের আদর্শমান নির্ধারণ, ল্যাব ও ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মান উন্নয়নে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়।

শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী অকুপেশন নির্ধারণ করে প্রাথমিকভাবে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস) প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত সিএস অকুপেশনের বিশেষজ্ঞ, শিল্পের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া হতে প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কর্মশালার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্তভাবে প্রণয়নকৃত সিএস ও সিএডি ভেলিডেশনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইএসসি-এর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ভেলিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভেলিডেশন কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের বিশেষজ্ঞ, শিল্পের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া এবং আইএসসি-এর প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে সিএস এবং সিএডি ভেলিডেট ও অনুমোদন করা হয়।

ভেলিডেশন কর্মশালায় ভেলিডেশনকৃত সিএস, সিএডি, পাঠ্যক্রম (সিবিসি), সক্ষমতাভিত্তিক লার্নিং মেটেরিয়ালস (সিবিএলএম) কর্তৃপক্ষের সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬১টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয় (পরিশিষ্ট-১)।

ভ্যালিডেশন কর্মশালা

৩.৪

কারিকুলাম প্রণয়ন (Competency Based Curriculum: CBC)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬-এ এনএসডিএকে কারিকুলাম প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং এসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এনএসডিএ-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কারিকুলাম প্রণয়নের ফলে প্রতিটি ইউনিটের আউটকাম কী তা জানা যায়। তাছাড়া, কারিকুলাম থেকে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী (সিবিএলএম) প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দেশনা পাওয়া যায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৫টি কারিকুলাম প্রণিত হয় (পরিশিষ্ট-২)।

৩.৫

সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী (সিবিএলএম) প্রণয়ন

প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মপরিবেশে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে নির্ধারিত কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে কার্য, প্রযুক্তির স্তর, কর্ম পরিবেশ এবং কর্মীর সামর্থ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণীত প্রশিক্ষণ সামগ্রীই একজন কর্মীর সত্যিকারের সক্ষমতা বা পারদর্শিতা প্রমাণের প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্নরা শিল্পের চাহিদা পূরণে অনেকাংশে সক্ষম হচ্ছে না। অন্যদিকে অনেকে চাকরি না পেয়ে বেকার জীবনযাপন করছেন। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের প্রতিটি স্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পেশার কার্য পর্যালোচনা করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার নিরিখে অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট অকুপেশনে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ডটি চূড়ান্ত করা হয়। অনুরূপভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কারিকুলাম ও Competency Based Learning Materials (CBLM) তৈরি করা হয়। এটি প্রশিক্ষণার্থীদের সহজেই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এনএসডিএ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রণীত সিবিএলএম-এর সংখ্যা ১৫১টি (পরিশিষ্ট-৩)।

৩.৬

পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (এমআরএ)

বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদাসম্পন্ন পেশায় দক্ষ জনবল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে সরবরাহ এবং এনএসডিএ-এর দক্ষতা সনদের যথাযথ মূল্যায়নের নিমিত্ত বিভন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (এমআরএ) সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ১৩ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ অন্যান্য দেশ ও আঞ্চলিক জোটের যোগ্যতা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সনদ প্রদান এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সমজাতীয় সনদের পারস্পারিক স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশি দূতাবাস এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। পারস্পরিক স্বীকৃতি-প্রদান চুক্তি (এমআরএ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশি জনশক্তির দক্ষতাকে অন্য রাষ্ট্রে স্বীকৃতি প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নতুন শ্রমবাজারের তথ্য হালনাগাদকরণের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ সংরক্ষণ, দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনএসডিএ-এর সহযোগিতায় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রলণালয়সহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একাধিক অনলাইন সভার আয়োজন করেছে। এছাড়া, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত এনএসডিএ-এর কার্যালয়ে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৭

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিষয়	কার্যক্রম
এনএসপি-এর মডিউল বিষয়ক	→ ০৩ জানুয়ারি ২০২৪ এনএসপি'তে প্রস্তুতকৃত আইএসসি মডিউল-এর ইউজার এক্সেপ্ট্যান্স টেস্ট বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/মডিফিকেশনের জন্য মতামত প্রদান করা হয়েছে। → ১০ মার্চ ২০২৪ ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (এনএসপি)-এর রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ মডিউলের SRS ডকুমেন্টের উপর মতামত নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং-এ প্রেরণ করা হয়েছে। → ২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (এনএসপি)-এর রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ মডিউলের ওপর অনুষ্ঠিত সভায় মতামত প্রদান করা হয়েছে।
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ সংস্থার সাথে সভা/ সমন্বয়/ মতামত প্রদান সংক্রান্ত	→ ১২ জুলাই ২০২৩ মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সাথে প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন (Preparatory meeting prior to engagement with Malaysian Qualification Agency) সংক্রান্ত সভা করা হয়েছে। → ১২ জুলাই ২০২৩ সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)-এর সভাপতিত্বে GIZ-এর অর্থায়নে Advanced Vocational Training and Promotion of Employment for Female Textile Workers (ADVANTAGE) প্রকল্পের অ্যাপ্রেইজাল মিশনের Agreed Minutes প্রস্তুতকল্পে সভা করা হয়েছে। → ১৩ জুলাই ২০২৩ নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)-এর সভাপতিত্বে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে গ্রামীণ পর্যায়ে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। → ১৮ জুলাই ২০২৩ ইইউ-বাংলাদেশ ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ ফলোআপ টেকনিক্যাল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উভয়পক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত অগ্রাধিকারমূলক পেশাসমূহের বিষয়ে সম্মত হওয়া, নির্বাচিত পেশাগুলোর Competency Standards বিনিয়োগ বিষয়ক এ আলোচনা, সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্ণয়, দক্ষতা প্রত্যয়নের সম্ভাব্য উপায়, ভাষা শিক্ষার আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

এনএসপি-এর মডিউল বিষয়ক	→ ০২ আগস্ট, ২০২৩ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে প্রকল্প গ্রহণ-সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৬টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। → ১৪ আগস্ট, ২০২৩ আইএলও-এর সাথে Progress প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় জেন্ডার ইনক্লুসিভনেস এবং সম্প্রতি জেনেভা প্রোগ্রামের বিষয়ে এনএসডিএ এবং অন্যান্য অংশীদারদের অবহিত করতে এনএসডিএ-এর সাপোর্ট এবং ভবিষ্যতে এনএসডিএ-এর উদ্যোগে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। → ১৪ আগস্ট, ২০২৩ একসেস টু ইনফরমেশন এবং আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'মুক্তপাঠ' প্রকল্প সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে অধিক প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় Western Australia নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা হয়। → ১৪ আগস্ট, ২০২৩ IOM (International Organisation for Migration)-এর সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি মাইগ্রেশনের উপরে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে। → ১৭ আগস্ট ৩০২৩ GIZ এর সাথে ADVANTAGE প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ, দেশিয় কনসালটেন্ট/এক্সপার্ট নিয়োগ, প্রকল্পে নারী গার্মেন্টস কর্মীসহ অন্যান্য পেশার নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। → ২৩ আগস্ট ২০২৩ সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)-এর সভাপতিত্বে UNDP-এর প্রতিনিধি দলের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় UNDP-এর সাথে স্বাক্ষরিত MoU-তে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ আরো সুনির্দিষ্ট করা এবং একটি ধারণাপত্র সংযোজিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। → ৩০ আগস্ট ২০২৩ সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)-এর সভাপতিত্বে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে জুম প্ল্যাটফর্মে একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় দক্ষতা উন্নয়নে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। → ৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান) এর সভাপতিত্বে GIZ Bangladesh-এর প্রতিনিধিদের সাথে Gender Equality বিষয়ে জুম প্ল্যাটফর্মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এনএসপি-এর মডিউল বিষয়ক	→ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)-এর সভাপতিত্বে চাহিদাভিত্তিক অকুপেশনে দক্ষ মানবসম্পদ অভিবাসী গন্তব্য দেশে প্রেরণ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কতিপয় STP-এর সাথে জুম প্ল্যাটফর্মে একটি সভা আয়োজন করা হয়। → ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)-এর সভাপতিত্বে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে এনএসডিএ-এর সভাকক্ষে একটি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় দক্ষতা উন্নয়নে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতার নিমিত্ত লেটার অব ইন্টেন্ট স্বাক্ষরপূর্বক দুই পক্ষেই টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। → ২৫ অক্টোবর ২০২৩ "Proposal: Bangladesh Support to Development and Piloting of Government Training Program for Caregivers and Daycare Managers" বিষয়ে World Bank Bangladesh Team-কে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। → ২৮ নভেম্বর ২০২৩ দোহা প্ল্যান অব অ্যাকশনে এনএসডিএ-এর এখতিয়ারভুক্ত ফোকাস এরিয়া, মূল এ্যাকশন এরিয়া, টার্গেগসমূহ উল্লেখপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। → ০২ জানুয়ারি ২০২৪ কানাডায় কেয়ার গিভার/ পার্সোনাল সাপোর্ট ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য প্রশিক্ষণের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম প্রেরণ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। → ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ কানাডাস্থ হাই-কমিশন এবং NACC-এর সাথে জুম প্ল্যাটফর্মে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। → ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ GIZ-এর ৮.০ মিলিয়ন ইউরো কারিগরি সহায়তায় 'Vocational training and employment promotion for women workers in Bangladesh' (ADVANTAGE) প্রকল্পটির Project Document চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। → ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ JICA Bangladesh-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে একটি সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় JICA Bangladesh-এর প্রতিনিধিবৃন্দ জানান, "Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV)" শীর্ষক প্রোগ্রামের আওতায় জাপানিজ ভাষা শিক্ষা এবং কেয়ারগিভিং অকুপেশনে দুই (০২) জন ভলানটিয়ার পাওয়া যাবে। উক্ত ভলানটিয়ারদ্বয়ের মাধ্যমে এনএসডিএ নিবন্ধিত STP-তে ট্রেইনার ও মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এনএসপি-এর মডিউল বিষয়ক	→ ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ GIZ আয়োজিত Stakeholder Workshop on Skills Development for Sustainable Energy Solutions (Skills4SE) ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করা হয়। → ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)-এর সভাপতিত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং জাইকা বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদের সাথে JOCV প্রোগ্রামের আওতায় জাপানিজ ভাষা শিক্ষা এবং কেয়ারগিভিং অকুপেশনে ToT এবং মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ক সভা আয়োজন করা হয়। → ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়ান ডেপুটি হাইকমিশনার সাথে সভা করা হয়। → ০৬ মার্চ ২০২৪ নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে Canadian High Commission-এর প্রতিনিধিদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। → ১১ মার্চ ২০২৪ সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান) এর সভাপতিত্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। → ২২ এপ্রিল ২০২৪ নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) এর নির্দেশনানুযায়ী বৈদেশিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে Mutual Recognition Agreement (MRA)/Memorandum of Understanding (MoU) সম্পাদনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত পররাষ্ট্র সচিব বরাবর একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। → ২৯ এপ্রিল ২০২৪ এওত-এর প্রতিনিধিদের সাথে Professional Education in Industrial and Environment Safety (PRECISE) শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে একটি সভা আয়োজন করা হয়। → ১৩ মে ২০২৪ ASSET প্রকল্পের আওতায় লজিস্টিকস্ এবং প্ল্যাস্টিক সেক্টরের গবেষণা কার্যক্রমের নিমিত্ত ০২টি ToR ASSET প্রকল্পে প্রেরণ করা হয়। → ২ জুন ২০২৪ ASSET প্রকল্পের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) সংশ্লিষ্ট অংশে Equipment এবং Facilities ক্রয়ের মাধ্যমে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)সমূহ শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত ASSET প্রকল্পে পত্র প্রেরণ করা হয়।
এনএসপি-এর মডিউল বিষয়ক	→ ২৫ জুন ২০২৪ ILO-এর Skills 21 প্রজেক্টের আওতায় পরিচালিত গবেষণা রিপোর্ট ০২ (দুই) টির প্রত্যকটি ৫০০ কপি করে মোট ১০০০ কপি মুদ্রণের নিমিত্ত প্রচ্ছদ, ডিজাইন এবং অন্যান্য সংশোধনযোগ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রেরণ করা হয়। → ২৬ জুন ২০২৪ SDYM & ICT LCG Working Group-এর সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৮

সমন্বিত ও একীভূত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ)-এর আওতায় কম্পিটেন্সি বেজড ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট (সিবিটিএন্ডএ) পদ্ধতিতে সমন্বিত ও একীভূত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ উপকরণ (সিএস-সিএডি, সিবিসি ও সিবিএলএম) ভ্যালিডেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে এক আলোচনা সভা ১১ জানুয়ারি ২০২৪ এনএসডিএ-এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এনএসডিএ-এর সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুশরাত মেহ্ জাবীন। মতবিনিময় সভায় এনএসডিএ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ

৪.০ নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কাজ হলো দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসটিপি) সমূহকে এনএসডিএ-এর আওতায় নিবন্ধন প্রদান করা। এনএসডিএ কর্তৃক এসটিপি নিবন্ধন একটি সার্বক্ষণিক, সহজ ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়া। যে কোনো আগ্রহী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যে কোনো সময়ে এনএসডিএ-এর নিবন্ধন পেতে আবেদন করতে পারে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের (NSP) মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে পারে। এনএসডিএ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে পোর্টালে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইনে বর্ণিত শর্ত পূরণ করলে প্রতিষ্ঠানটিকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোর্স পরিচালনায় অনুমোদন প্রাপ্তির পর সনদায়িত প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারিত দিনে এনএসডিএ প্রণীত টুলসের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ মূল্যায়ন করা হয়। একটি অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড-এর সবগুলো ইউনিটে সক্ষম অ্যাসেসিকে 'কম্পিটেন্ট' বা সক্ষমতার সনদ প্রদান করা হয়। সবগুলো ইউনিটে সক্ষম না হলে প্রশিক্ষণার্থী যেসব ইউনিটে সক্ষমতা অর্জন করেছেন তাকে সেসকল ইউনিটের জন্য 'স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্ট' সনদ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অকৃতকার্য ইউনিটগুলোতে অংশ নিয়ে সক্ষমতার সনদ গ্রহণের সুযোগ আছে।

৪.১ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ১৬(১) ধারা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে সনদ প্রদানে আগ্রহী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে (এসটিপি) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হয়। এই লক্ষ্যে সারাদেশে বিস্তৃত বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এনএসডিএ-এর নিবন্ধন পেতে জাতীয় স্কিলস পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হয়।

এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

আবেদনকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের সাথে যুক্ত তথ্যাবলি সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অর্পণ করে অফিস আদেশ জারি করা হয়। কর্মকর্তাগণ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক তথ্য যাচাইবাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৩১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

৪.২

কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি

এনএসডিএ-এর অধীনে নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতার নিরিখে কোর্স পরিচালনার আবেদন করলে এনএসডিএ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক কোর্স প্রদানের সুপারিশসহ পোর্টালে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এনএসডিএ-এর অধীনে ৪৪৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১২৭টি ভিন্ন ভিন্ন অকুপেশনের কোর্স পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়। যে কোনো এসটিপি একসঙ্গে পাঁচটি কোর্সের আবেদন করতে পারে।

৪.৩

অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি

অনুমোদনপ্রাপ্ত অকুপেশনের প্রশিক্ষণ শেষে অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের মাধ্যমে এসটিপি নিবন্ধন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতির আবেদন একসঙ্গে করা যায়। এনএসডিএ-এর কর্মকর্তার পরিদর্শন সাপেক্ষে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৩৪টি প্রতিষ্ঠানে ১৩৫টি ভিন্ন ভিন্ন অকুপেশনে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৪.৪

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning: RPL) জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় একটি যুগোপযোগী, নমনীয় ও সমন্বিত দক্ষতা স্বীকৃতি প্রদান ব্যবস্থা। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি তার জীবনের যে কোনো স্তরে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পায়। বিভিন্ন অকুপেশনে দক্ষ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বা সনদায়নই হলো আরপিএল। দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তারা দক্ষতার নিম্নস্তরে ও নিম্ন মজুরিতে কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং কাঙ্ক্ষিত সামাজিক মর্যাদা পায় না। আরপিএল পদ্ধতিতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। পাশাপাশি, কর্মরত অবস্থায় তাদের পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। আরপিএল পদ্ধতিতে সনদায়িত ব্যক্তির কর্মদক্ষতার আত্মবিশ্বাস, নতুন চাকরির অনুসন্ধান, সামাজিক মর্যাদাসহ স্বনির্ভর কাজের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এনএসডিএ-এর অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান আরপিএল কার্যক্রম চালাতে পারে। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচিসহ নিজ উদ্যোগে এবং Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের আওতায় অনুমোদনপ্রাপ্ত এসটিপিসমূহে আরপিএল কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এনএসডিএ-এর আওতায় ৭৮০১ জন দক্ষ ব্যক্তি আরপিএল সনদ পেয়েছেন।

৪.৫

সনদায়ন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সক্ষমতাভিত্তিক নিরপেক্ষ দক্ষতামান যাচাই নিশ্চিতকরণ ও অভিন্ন মানের সনদায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে অ্যাসেসর পুল গঠিত হয়েছে। পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার পর প্রাপ্ত ফলাফল যাচাইবাছাই অন্তে অনলাইনে কম্পিটেন্ট ও আংশিক কম্পিটেন্ট (Stateament of Achievement) সনদ প্রদান করা হয়। নিম্নে এ-সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

একনজরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সনদায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

পরীক্ষার্থীর ধরণ	কম্পিটেন্ট	আংশিক কম্পিটেন্ট	সর্বমোট সনদ ইস্যু
নিয়মিত (Regular)	৭৭২১	১৪৪৩	৯১৬৪
আরপিএল (RPL)	৭৮০১	১২৭৩	৯০৭৪
ম্যানুয়াল (Individual)	২৩	--	২৩
মোট	১৫৫৪৫	২৭১৬	১৮২৬১

সনদায়িত অ্যাসেসরপুল-সংক্রান্ত তথ্য:

অ্যাসেসর	৬৩০
রিসোর্স পার্সন	৪৩০
মোট	১০৬০

৪.৬

ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (এনএসপি)

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা ও যোগান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্রিডিটেশন, অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন ও স্কিলস গ্রাজুয়েটদের তথ্য, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, শিক্ষানবিশি, আইএসসিসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে একটি জাতীয় স্কিলস পোর্টাল (National Skills Portal: NSP) তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইতোমধ্যে ১২টি মডিউলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা লাইভে দেওয়া হয়েছে। এ সকল মডিউলের মাধ্যমে এসটিপি রেজিস্ট্রেশন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট অনুমোদন, অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা, সনদায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

স্কিলস পোর্টাল কম্পোজিট ও মডিউলার আকারে তৈরি যেখান থেকে ডাটা ব্যাংকে প্রবেশের সুবিধা, স্কিলস গ্যাপ বিশ্লেষণ এবং চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট তৈরির সুবিধা থাকবে। ১৭টি মডিউলের পরিকল্পনা থেকে পোর্টালের কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় স্কিলস পোর্টালের ১৭টি মডিউল হলো:

(১) পলিসি, স্ট্র্যাটিজি ও গাইডলাইন, (২) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি), (৩) রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ, (৪) লাইভ জব অপরচুনিটিস, (৫) ট্রেনিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, (৬) স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইডারস রেজিস্ট্রেশন, (৭) কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন, (৮) অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্রিডিটেশন, (৯) ইন্সট্রাক্টর এন্ড অ্যাসেসর, (১০) ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট গ্রাজুয়েট ট্রাকিং, (১১) প্রোগ্রাম এন্ড প্রজেক্ট, (১২) অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সার্টিফিকেশন, (১৩) ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, (১৪) মনিটরিং এন্ড ইভ্যাল্যুয়েশন, (১৫) ইভেন্টস, (১৬) ফাইন্যান্সিং এবং (১৭) লাইভ জব অপরচুনিটিজ।

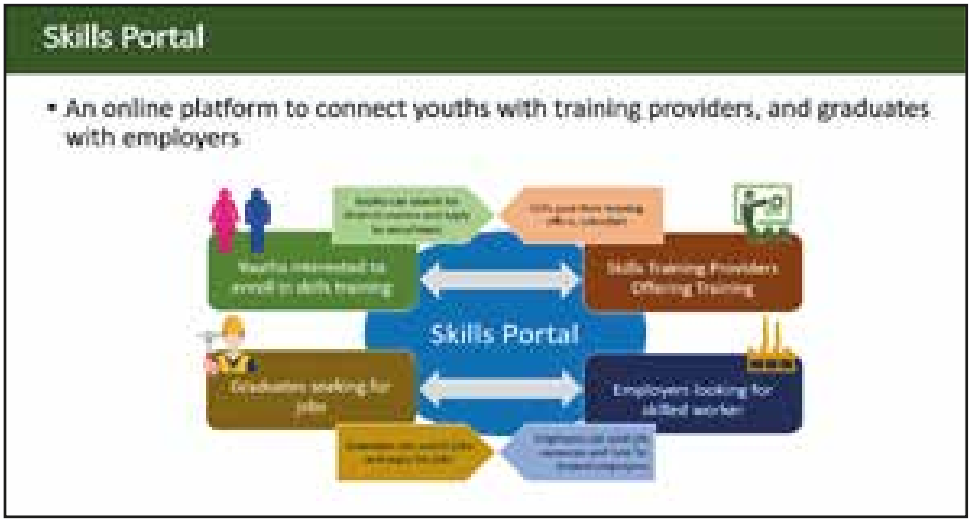

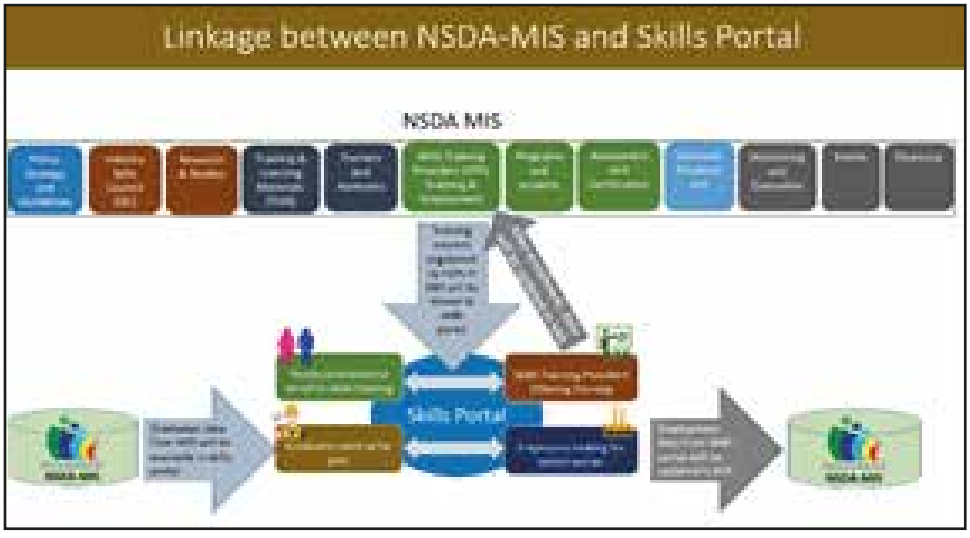

জাতীয় স্কিলস পোর্টালের ডিজাইন

৪.৭

অন্যান্য কার্যক্রম

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ও ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ এনএসডিএ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে 'Dissemination Workshop on CBT&A System for Managers of Skills Training Providers' বিষয়ে ০২টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে এনএসডিএ এর সাথে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রাজশাহী জোনের এসটিপি প্রধানদের নিয়ে ০১টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৮

এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের নিয়ে কর্মশালা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত অ্যাসেসমেন্টের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে করণীয় সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা-পর্যালোচনাসহ অ্যাসেসরদের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনায় অ্যাসেসরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের অংশগ্রহণে ৪ দিনব্যাপী ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ধাপে ২৫ জন, দ্বিতীয় ধাপে ৫০ জন ও তৃতীয় ধাপে ৫০ জন অ্যাসেসরের সমন্বয়ে ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে এ কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে
অংশগ্রহণকারী অ্যাসেসরবৃন্দ

৪.৯

নতুন প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদের সমাজের মূল ধারায় কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমানের পরিবর্তনে কাজ করছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জিআইজেড-এর আর্থিক সহায়তায় এ বিষয়ে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় জিআইজেড ও এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুশরাত মেহ্ জাবীন। সভায় জিআইজেড এর অর্থায়নে সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া নারী এবং তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে এনএসডিএ কর্তৃক নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

নতুন প্রকল্প গ্রহণের সভায় জিআইজেড ও এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

৫.০ সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি

সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট উইং-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট উইং-এর প্রধান কাজ অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসটিপিসমূহ দক্ষতা পোর্টালের মাধ্যমে অ্যাসেসমেন্ট গ্রহণের আবেদন করলে সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট উইং এসটিপিসমূহে অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনার জন্য তারিখ নির্ধারণ করে। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে এনএসডিএ-এর একজন প্রতিনিধি মনিটরিং কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন। এ উইং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষতা-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ সমন্বয়, তথ্যসংগ্রহ ও প্রকল্পের পিআইসি/পিএসসির সভাসমূহে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। নিম্নে এনএসডিএ-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো:

৫.১ প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট

এনএসডিএ-এর কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (সিএডি) ও কারিকুলাম অনুসরণ করে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এনএসডিএ নিবন্ধিত দেশের বিভিন্ন দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩৩২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা অ্যাসেস করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫৭৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী কম্পিটেন্ট হয়েছেন। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পুরো অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া তদারকি করে।

প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম

৫.২

অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি

আধুনিক ও সময়োপযোগী অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি করা এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব। গত অর্থবছরে অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন ও রিভিউ করা হয়েছে ৪৮টি। অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে।

অ্যাসেসমেন্ট শাখায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র. নং	বিষয়	একক	কম্পিটেন্ট	নট ইয়েট কম্পিটেন্ট	মোট
১	ট্রেইনার এন্ড অ্যাসেসর	জন	৫৪	৮৭	১৪১
২	ট্রেইনার এন্ড অ্যাসেসর	জন	৫৯২	৮৭৫	১৪৬৭
৩	অ্যাসেসর লেভেল	জন	৩১১	৪১৪	৭২৫
৪	প্রশিক্ষণার্থী	জন	১৫৭৪১	৭৫৭৯	২৩৩২০
৫	অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন ও রিভিউ	সংখ্যা	অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন ও রিভিউ = ৪৮টি অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন = ২৪টি অ্যাসেসমেন্ট টুলস রিভিউ = ২৪টি		৪৮

৫.৩

দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমন্বয়

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬(১)(ঙ) অনুযায়ী এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ করা। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পরিপত্রে "প্রকল্প গ্রহণে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নীতি এবং এ-সংক্রান্ত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুসরণ, বৈশ্বিক মান নিশ্চিতকরণ, দ্বৈততা পরিহার, প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও বৃহৎ প্রকল্পের দক্ষতা সংক্রান্ত কম্পোনেন্ট গ্রহণ, প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন-এ অনুসরণীয় ১২ (বারো) দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি পরীবিক্ষণ ও সমন্বয় সাধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি মনোনয়ন চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করে দক্ষতা সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানে এনএসডিএ-এর কম্পিট্যান্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলাম অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করে আসছেন।

৫.৪

অ্যাসেসর পুল তৈরি

দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এনএসডিএ-এর আওতায় একটি অ্যাসেসর পুল তৈরি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অ্যাসেসর লেভেল-৪-এ ৩১১ জন এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন।

৫.৫

ট্রেইনার এন্ড অ্যাসেসর পুল তৈরি

সিবিটি এন্ড এ সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি ও এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের মধ্যে সিবিটি এন্ড এ সম্পন্ন যে কেউ ট্রেইনার হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হলে তাদের ট্রেইনার অ্যাসেসর হিসেবে পুলভুক্ত করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রেইনার এন্ড অ্যাসেসর (প্রশিক্ষক) লেভেল-৫-এ ৫৪ জন এবং ট্রেইনার এন্ড অ্যাসেসর (প্রশিক্ষক) লেভেল-৪-এ ৫৯২ জন পুলভুক্ত হয়েছেন।

৬.০ এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি

শিল্প ও পেশার চাহিদার প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনএসডিএ কে শক্তিশালীকরণ উদ্দেশ্য নিয়ে জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প চলমান রয়েছে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৪৬.১০ কোটি টাকা।

৬.১

প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি:

ক্র: নং	কম্পোনেন্ট	বিবরণ	তারিখ	ভেন্যু
১	কম্পোনেন্ট-১ (Development of Skills Training Materials)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প কর্তৃক ৯২টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন ও ভ্যালিডেশন, ৭৭টি সিবিসি প্রণয়ন ও ভ্যালিডেশন এবং ১২৬টি এ্যাসেসমেন্ট টুলস্ প্রস্তুত করা করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত। এনএসডিএ সভা কক্ষ ১ম পর্যায়ে ১২৫টি সিবিএলএম প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ২০০টি সিবিএলএম প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২টি ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৪৫টি সিবিএলএম চূড়ান্ত করা হয়েছে।	সেপ্টেম্বর ২০২২ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত	এনএসডিএ কার্যালয়
	শিল্প সংযোগ	শিল্প সংযোগ দৃঢ়ীকরণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং ৭টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি)-এর মধ্যে সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষর এর আওতায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত আইএসসিসমূহকে ৮,৫০,০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়:	১২ মার্চ ২০২৪	এনএসডিএ কার্যালয়